আন্তর্জাতিক নারী দিবস : বাংলাদেশে নারী ও উন্নয়ন নিয়ে কথা

বেবী মওদুদ

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে এখন বিশ্বের সব দেশে পালিত হ”ছে। নারী উন্নয়নে, নারীর অধিকার সংরক্ষণে, নারীর ক্ষমতায়নে কোন কোন দেশ কীভাবে কাজ করছে তার একটা হিসেব পাওয়া যায়, আর নারী নির্যাতনে ও অবদমনে কোন কোন দেশ বেশ পারদর্শী তার দুঃসহ চিত্রও পাওয়া যায়। এসব হিসেব নিয়ে বহু জরিপ ও গবেষণা হয়ে থাকে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অধীনে। আবার দেশের মহিলা ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোও কাজ করে থাকে। ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে মেয়েরা কতখানি অগ্রসর হল তার একটা পরিসংখ্যান পাওয়া যায় বিভিন্ন দেশের। যেখানে নারী ছিল ঘরের ভেতরে বন্দি, কর্মক্ষেত্রে বঞ্চিত, অধিকার আদায়ে অবদমিত, মেধা ও প্রতিভা বিকাশে উপেক্ষিত সেখানে নারী আজ নিজেই অনেক বেশি সচেতন। নিজের জীবন ও জগৎ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। পরিবারে আজ তার অধিকার স্বীকৃত হ”ছে– এটা তার পিতা, স্বামী ও সন্তানরা উপলব্ধি করছে, আত্মীয়স্বজনরা করতে শিখেছে এবং সমাজও মেনে নিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা রাষ্ট্রীয়ভাবেও নারীর অধিকার নিশ্চিত করার যে কর্মকাণ্ড রয়েছে তা থেকে সকলের শিক্ষা অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর বাংলা নারীর সামনে এক সম্ভাবনার দ্বার খুলে যায়। দীর্ঘ সংগ্রাম আন্দোলন এবং নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে নারীর যে বিপুল অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেটা গভীরভাবে তার চেতনাকে শানিত করে। বিশেষ করে পিতা, স্বামী, সন্তান হারিয়ে কত মেয়ে, স্ত্রী ও মা শোক এবং বেদনায় শক্ত হয়েছেন। আর এই যুদ্ধে পাক সেনাদের হাতে যে আড়াই লক্ষ মা-বোন ধর্ষিতা হয়ে আত্মত্যাগ করেছেন সে শিক্ষাও আমাদের গভীরভাবে আপুত করে। নারী এ যুদ্ধ থেকেই সবচেয়ে বড় যে শিক্ষাটি অর্জন করে তা হল তাকেও শত্র“র মোকাবেলায় প্রয়োজনে পুর“ষের পাশাপাশি দাঁড়াতে হবে। আমাদের মেয়েরা সেটা করে দেখিয়ে দিয়েছে তাদের দেশপ্রেম ও সহ্যশক্তি। মুক্তিযুদ্ধে শত্র“নিধনে লড়াই করতে পাঠিয়ে দিয়েছে স্বামী ও সন্তানকে। এটাই হল তার বড় আত্মত্যাগ। দেশের স্বাধীনতার জন্য নারী তার সর্বস্ব ত্যাগ করেও বহু কষ্টে জীবনযাপন করেছে। এসবই দেশপ্রেমের ঔজ্জ্বল্যে আলোকিত দীক্ষা। এক কঠিন সময় পার করতে হয়েছে তখন বহু নারীকে। এসবই অবশ্য বাস্তব অভিজ্ঞতা। গবেষণায় তার কতটুকু মুল্যায়ন হয়ে থাকে জানি না।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হলে, সেখানে ২৭ অনু”ছদে উলেখ আছে যে, ‘সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।’ ২৮ (১) উপ অনু”ছদ, ‘কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুর“ষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন

নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।'
২৮ (২) উপ অনু"ছেদ, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুর"ষের সমান অধিকার লাভ করিবেন'।

২৮ (৩) উপ অনু"ছেদ 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুর"ষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।'

২৮ (৪) উপ অনু"ছেদে বলা হয়েছে যে, 'নারী বা শিশুদের অনুকুলে কিংবা নাগরিকদের কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনু"ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না'।

২৯ (১) উপ অনু"ছেদে রয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে'।

২৯ (২) উপ অনু"ছেদে আছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুর"ষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।'

৬৫ (৩) উপ অনু"ছেদে আছে, নারীর জন্য জাতীয় সংসদের আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং ধারার অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমুহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। সুতরাং এদেশে নারী ও পুর"ষের মাঝে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনে কোনও বৈষম্য রাখা হয়নি। সংবিধানে নারীর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদার হৃদয়ের মহানুভবতা। ঘরে বাইরে সর্বত্র তিনি নারীকে তিনি আপন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার্জন ও কর্মক্ষেত্রের সকল স্তরে নারীর প্রবেশাধিকার মুক্ত করে দেন। সরকারি চাকরিতে নারীর জন্য ১০ ভাগ নিয়োগ নিশ্চিত করেন। এসময় ব্যাংক, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসহ বেসরকারি ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেতে শুর" করে– বিশেষ করে শহীদ পরিবারের স্ত্রী, কন্যা ও মা সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে যোগ দেবার সুযোগ পান। প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে অনেক মেয়ে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারি চাকরিতে যোগ দেবার সুযোগ পান। এক কথায় বলা চলে, স্বাধীনতার পর

আমাদের মেয়েরা সুযোগকে কাজে লাগাবার জন্য নিজেরা সচেষ্ট হয়ে ওঠে। শিক্ষার্জনে মেয়েদের অংশগ্রহণ আগের চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উ"চশিক্ষার্জনে মেয়েদের আকা•ক্ষা বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু সরকার আমলে মেয়েদের জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত্ম শিক্ষার্জন অবৈতনিক ও বাধ্যতামুলক করা হয়। ফলে মেয়েরা শিক্ষার্জনে বিপুলভাবে এগিয়ে আসে।

দুই.

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার, কেন নাহি দিবে অধিকার?' বাংলাদেশের মেয়েরা এ প্রশ্নটির উত্তরও নিজেদের মেধা ও শ্রমের যথাযথ বিকাশের মাধ্যমে বাস্ত্মবায়ন করতে সমর্থ হয়েছে। সংসারে উপেক্ষা, পরিবারে নির্যাতন-নিপীড়ন-বঞ্চনা, সমাজে লাঞ্ছনা-বৈষম্য এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হিসেবে নারী যেখানে বিবেচিত ছিল সেখান থেকে নারী আজ অনেকখানি সামনে এসে অবস্থান করছে। নারী যেখানে পণ্য হিসেবে, মনোরঞ্জনকারী ও শোভাবর্ধনকারী হিসেবে পরিচিত ছিল সেখানে আজ সে তার মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে প্রমাণ করেছে সেও একজন মানুষ; তারও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে; তারও কিছু মৌলিক অধিকার রয়েছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে। পুর"ষের হাতের পুতুল নয় যে সে তাকে তার ই"ছমত চলতে ও বলতে হবে। এই সমাজে সেও পুর"ষের সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারে। তাই পিতার ঘরে সে যখন কন্যা, স্বামীর ঘরে সে যখন স্ত্রী এবং সন্ত্মানের কাছে সে যখন মা, তখন অবশ্যই সমাজ ও রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে তারও মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখা অত্যন্ত্ম জর"রি।

আমাদের দেশের নারী সমাজের বর্তমান অবস্থান দেখে মনে হয়, নারী যতখানি এগিয়েছে আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ঠিক ততখানি এগোতে পারেনি। ঘরে-বাইরে নারী সর্বত্র তার যোগ্যতা ও উপযুক্ততার পরিচয় রাখছে এটা যেমন সঠিক; ঠিক তেমনি এটাও সত্য যে নারীকে তার নিরাপত্তা দেবার মতো দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্র, সমাজ বা পুর"ষের হয়ে ওঠেনি। নারীর শ্রম ও মেধাশক্তি কাজে লাগানোর ক্ষেত্রও তারা গড়ে তুলতে পারেনি। শিল্প কারখানা, কৃষি উৎপাদন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ব্যবসা বাণিজ্য, প্রশাসন সর্বত্র নারী তার যোগ্যতার প্রমাণ রাখছে। কোথাও বা পুর"ষের পাশাপাশি আবার কোথাও কোথাও পুর"ষের চেয়ে অধিক। আমরা এটাও দেখেছি যে পুর"ষকে প্রমাণ করতে হয় না তার যোগ্যতা, কেননা ধারণা হয়েই থাকে যে সে যোগ্য, সে উপযুক্ত। আর নারী যতই মেধাবী ও উপযুক্ত হোক তাকে সেটা প্রমাণ করতে হয়েছে বারবার।

আজ থেকে একশ' বছর পুর্বে মহীয়সী বাঙালি নারী রোকেয়া নারী জাগরণের ডাক দিয়েছিলেন, 'তোমাদের কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্য ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও– নিজের অনবস্¿ উপার্জন কর''ক।' তার সেই দুরদৃষ্টিপুর্ণ স্বপ্ন ঠিক একশ' বছরের মধ্যে এদেশের মেয়েরা বাস্ত্মবায়ন করেছে। রোকেয়া চেয়েছিলেন নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়নের দাবি সো''চার করতে আরেক মহীয়সী নারী সুফিয়া কামাল বলেছেন, 'নারীর অধিকার মানবাধিকার। নারী নির্যাতন, মানবাধিকার ল•ঘন।' নারী নির্যাতন, নারী অধিকারকে অবদমন, শোষণ এদেশে সবসময় ছিল। পরিবারে ও সমাজে নারীর প্রতি নিষ্ঠুর নির্যাতন, অপহরণ ও ধর্ষণ করে হত্যা, পতিতালয় গড়ে তুলে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা– এসবই পুর''ষের কারণে বা তার স্বার্থে হয়েছে। সংবিধানে গণিকাবৃত্তিকে নিবৃত্ত করার ঘোষণা থাকলেও আজও এদেশে তা চালু আছে। পঁচাত্তর-আশির দশকে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদেশে নারী পাচারের মতো নিষ্ঠুর ঘটনা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে এদেশ থেকে মাসে দু' থেকে পাঁচ হাজার নারী পাচার হয়ে যায় এবং পাকিস্ত্মান, ভারতসহ এশিয়ার কোনও কোনও দেশের পতিতালয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে। একশ্রেণীর নারী পাচারকারী প্রশাসনের ছত্র''ছায়ায় এই হীন ব্যবসা করে থাকে। এসব ব্যবসায় পুঁজি লাগে না, লাগলেও খুব কম তবে আয় অনেক বেশি। বিশেষ করে নিরীহ মেয়েদের শহরে চাকরি দেবার কথা বলে পাচার করে দেয়া হয়। দরিদ্র পিতা, যৌতুকের অভাবে বিবাহযোগ্য কন্যা, অথবা স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েরা এই নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় পর্যায় এ নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে এ অবস্থার শেষ হবে না। নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে নারীকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করাও সম্ভব নয়। আর নিরাপত্তা রক্ষাকারী যখন ভক্ষক হয়ে যায় তখন তো অসহায়ত্ব প্রকাশ ছাড়া আর সম্ভব হয়ে ওঠে না।

তিন.

পঁচাত্তর পরবর্তী দীর্ঘদিন সামরিক স্বৈরশাসকরা এদেশ শাসন করেছে। নারী উন্নয়নের বুলি আউড়িয়েছে, কিন্' নারীর স্বার্থে প্রকৃতভাবে কিছু করেনি। অথচ এর পুর্ব থেকেই নারী পেটের তাগিদে, সংসারে স্বা''ছন্দ্য আনার জন্য ঘরের বাইরে এসেছে। ফসলের মাঠে, রাস্ত্মাঘাট ও বড় বড় দালালের নির্মাণকর্মী, গার্মেন্টস ইত্যাদি কাজগুলোতেও নিরক্ষর মেয়েরা শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করতে নেমেছে। দেশ ভরে গেছে সহস্রাধিক এনজিও নামের প্রতিষ্ঠানে। তারা ঋণ বিতরণ করেছে আবার মহাজনী স্বার্থকে কাজে লাগিয়ে আদায়ও করছে ঠিকই। কিন্' তারপরও নারীর অবস্থার উন্নয়ন খুব একটা হয়েছে কি? পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতন শেষ হয়ে যায়নি। এর

কারণ পুর‘‘ষের দৃষ্টিভঙ্গির মোটেও পরিবর্তন হয়নি। এনজিওরা এ ধরনের উদ্বুদ্ধকরণ কাজগুলোতে উৎসাহ যোগাতে পারেনি, বা তাদের কর্মসুচিও ছিল না। কেননা অধিকাংশ এনজিও ও দাতারা তো পুর‘‘ষ শাসিত।

নব্বইয়ের দশকে এসে সামরিক স্বৈরশাসনের অবসান ঘটলেও তার অবশিষ্টতা রয়ে গেছে কোনও কোনও রাজনৈতিক দলে। বিশেষ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে চেতনায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল এবং সে স্বাধীনতাকে মেনে নিতে যারা পারেনি তারাই ঐক্যবদ্ধ হয় পরাজিত শত্র‘‘ ও পাকিস্তানকে সমর্থনকারী সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে। নির্বাচনে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে এদেশে গণতান্ি¿ক ধারাকে ব্যাহত করে, মানবাধিকার ল•ঘন করেছে, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে জঙ্গিবাদী প্রচারণা বৃদ্ধি করে দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে, দ্রব্যমুল্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির ফলে মানুষের খাওয়া-পরাকে হরণ করেছে, লুটপাট, খুন, ধর্ষণ, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি তছনছ করে এক হতাশা ও নৈরাজ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে দেশে। ফলে শুধু নারী নয়, দেশের সব মানুষের অধিকার আজ তাদের পদতলে অবদমিত, নিষ্পেষিত। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে এক বন্ধ্যা অবস্থা বিরাজমান। মুল্যবোধের অবক্ষয় ঘটিয়ে মানুষকে তার মর্যাদা ও অবস্থান থেকে অপমান ও অবমাননা করা হয়েছে। আর নারী হয়েছে প্রতিহিংসা ও শোষণের শিকার। মধ্যযুগীয় অবস্থায় তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় তারা। যে মানবেতর দুঃসহ অবস্থা থেকে নারী মুক্ত আকাশের নিচে খোলা বাতাসে শ্বাস নেবার জন্য এসে শক্তভাবে দাঁড়িয়েছে– সেখান থেকে কখনও তাকে পেছনের দিকে ফেরানো আর কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

চার.

১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন শেখ হাসিনার সরকার নারীর ক্ষমতায়নে যুগান্তকারী যে কাজটি করেছিলেন, সেটি হ‘‘ছ সন্তানের পরিচয়ে মায়ের নামও সর্বত্র ব্যবহৃত হবে। এতদিন শুধু যেখানে পিতা নাম ব্যবহার হতো, এখন সেখানে মায়ের নামও স্বীকৃত পেল। এছাড়া বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, আশ্রয়হীন নারীর জন্য ভাতা প্রবর্তন, আশ্রয়ায়ণ কর্মসুচিতে গৃহ ও জমির দলিলে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর নাম সংযোজন, পারিবারিক সঞ্চয়পত্র চালু, ইউনিয়ন পরিষদের নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন, সশস্ত্র বাহিনীতে মেয়েদের নিয়োগের দ্বার উন্মুক্ত, হাইকোর্টে বিচারপতি, প্রশাসনে সচিব, যুগ্মসচিব, মহাপরিচালক, জেলা প্রশাসক, সুপারেনটেনডেন্ট অব পুলিশ, বিদেশে রাষ্ট্রদুত, সরকারি বার্তা সংস্থায় প্রধান বার্তা সম্পাদক– বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্য মেধাবী নারীদের নিয়োগ করেই নারী ক্ষমতায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্' বিএনপি-জামাত জোটের খালেদা জিয়া সরকার ক্ষমতায় এসে প্রতিহিংসাপরায়ণতা

অবলম্বন করে এসব পদ থেকে সম্মানিত নারীদের পদচ্যুত করে ধারাবাহিকতাকে ক্ষুণ্ন করে দেয়। অথচ এর আগে খালেদা সরকারের সময়ে প্রশাসনে যারা অতিরিক্ত সচিব হয়েছিল, তাদের কিন্' হাসিনা সরকার সচিব পদে উন্নীত করে এবং অন্যদের তাদের মেয়াদ পুর্ণ হবার সুযোগ দেয়। এখানে বিবেচনা করা যেতে পারে নারীর সমস্যা ও শক্তিকে উপলব্ধি করার মতো মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি শেখ হাসিনার বেশি ছিল। বর্তমানে আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত খালেদা সরকারের আরেকটি মারাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি হ"ছ সরকারবিরোধী আন্দোলনকালে হরতালের সময় নারী নেত্রী ও কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের লাঠি দিয়ে পিটুনি ও নির্যাতন। গ্রেফতার করে থানা হাজতে ও রিমান্ডে নিয়ে নিষ্ঠুর নির্যাতন। এসবই নাগরিক ও মানবাধিকার ল•ঘনের পর্যায়ে পড়ে। খালেদা সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্র"তি ভঙ্গ করাও একটা মহা অপরাধ ও দুর্নীতি। নির্বাচনের পুর্বে প্রতিশ্র"ম্নতি দেয়া হয়েছিল যে সংসদের (সংরক্ষিত নারী) আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন দেয়া হবে। কিন্' ক্ষমতায় গিয়ে তিন বছর পার করে তারা যে নতুন অধ্যাদেশ জারি করল সেখানে আসন সংখ্যা মাত্র ১৫টা বৃদ্ধি করে এবং আগের মতো মনোনয়ন পদ্ধতি চালু করে। অথচ নারী সমাজের দাবি ছিল ৬০টি আসন এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচন। এই প্রতিশ্রম্নতি ভঙ্গের জন্য তারা নারী সমাজের নিন্দা অর্জন করেছেন।

আজ ২০০৬ সালের ৮ মার্চ উদযাপনকালে আমাদের নারী নেত্রীদের মনে রাখতে হবে, দেশের বৃহত্তর নারী সমাজ জাগ্রত, কিন্' অসচেতন। তাদের মেধা ও শ্রমশক্তিই প্রধান হাতিয়ার, তারা আন্তরিক ও সৎ। শুধুমাত্র সুযোগ সুবিধা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে নিশ্চয়ই তার নিজ নিজ অবস্থানে যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। সেজন্য সো"চার হন, উদ্যোগী হন– তৃণমুল থেকে উ"চ পর্যায় পর্যন্ত্ম নারীকে একাত্ম করে তুলুন। নিজস্ব সংস্কৃতিবোধে এদেশের নারী আবারও মাথা উঁচু করে দাঁড়াক– এই প্রত্যাশা রাখছি।